176290 - আশুরার রোযার মাধ্যমে ছগরিা গুনাহ মাফ হবে; কবরিা গুনাহ তওবা ছাড়া নয়

প্রশ্ন

আমি যদি মদ্যপ হই এবং আগামীকাল ও এর পরের দনি (মুহররম এর ৯ তারখি ও ১০ তারখি) রোযা রাখার নয়িত করি আমার রোযা কি ধর্তব্য হবে এবং এর মাধ্যমে আমার বগিত এক বছর ও আগত এক বছররে গুনাহ মাফ হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

যে রোযার মাধ্যমে আল্লাহ্ দুই বছররে গুনাহ মাফ করনে সটো আরাফার দনিরে রোযা। আর আশুরার রোযার মাধ্যমে আল্লাহ্ এক বছররে গুনাহ ক্ষমা করনে। আরাফার দনিরে রোযার ফযলিত সম্পর্কে জানতে 98334 নং প্রশ্নোত্তর দখেুন। আর আশুরার রোযার ফযলিত সম্পর্কে জানতে 21775 নং প্রশ্নোত্তর দখেুন।

দুই:

নঃিসন্দহেে মদ পান করা কবরিা গুনাহ। বশিষেতঃ পুনঃপুনঃ পান করতে থাকা। কারণ মদ হচ্ছে সকল অশ্লীলতার মূল। এটি সকল অনষ্টিরে পথ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদরে সাথে সম্পৃক্ত দশ ব্যক্তকিে লানত করছেনে। ইমাম তরিমযিি (১২৯৫) আনাস (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে যে, তনিি বলনে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদরে সাথে সংশ্লষ্টি দশ ব্যক্তরি ওপর লা'নত করছেনে: যে মদ তরৈি করে, যে মদ তরৈরি নর্দিশে দয়ে, যে মদ পান করে, যে মদ বহন করে, যার জন্য মদ বহন করে নয়িে যাওয়া হয়, যে মদ পান করায়, যে মদ বক্রি করে, যে মদরে আয় ভোগ করে, যে মদ ক্রয় করে, যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়।"।[আলবানি 'সহহিুত তরিমযিি' গ্রন্থে হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

আপনার আবশ্যকীয় কর্তব্য হচ্ছে- মদ পান বর্জন করা, মদরে নশো থকেে তওবা করে আল্লাহ্র দকিে ফরিে আসা।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা (রহঃ) বলনে:

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সহহি হাদসিে এসছে: আরাফার দনিরে রোযা দুই বছররে পাপ মোচন করে। আশুরার দনিরে রোযা এক বছররে পাপ মোচন করে। কন্তিু 'পাপ মোচন' করে এই শর্তবযিুক্ত কথার দ্বারা তওবা ছাড়া

কবরিা গুনাহ মাফ হওয়াটা আবশ্যক হয় না। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘এক জুমা থকেে অপর জুমা এবং এক রমযান থকেে অপর রমযান’ এর ব্যাপারে বলছেনে: “মাঝরে সব গুনাহকে মোচন করে যদি কবরিা গুনাহ থকেে বরিত থাকা হয়।” সবার জানা আছে যে, রোযার চয়েে নামায উত্তম এবং আরাফার রোযার চয়েে রমযানরে রোযা উত্তম; অথচ কবরিা গুনাহ থকেে বরিত না থাকলে এগুলোর মাধ্যমে পাপ মোচন হয় না; যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এই হাদসিে) শর্ত করে দয়িছেনে। সুতরাং কভিাবে কল্পনা করা যায় যে, এক, দুই দনিরে নফল রোযার মাধ্যমে ব্যভচিার, চুরি, মদ পান, জুয়া, যাদু ইত্যাদি গুনাহ মাফ হবে?! অর্থাৎ এ ধরণরে গুনাহ মাফ হবে না।”[আল-ফাতাওয়া আল-মসিরয়িযা (১/২৫৪) সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলনে:

“কউে কউে বলে যে, আশুরার রোযা গোটা বছররে পাপ মোচন করে। আর আরাফার রোযা সওয়াব বৃদ্ধরি জন্য অবশষ্টি থাকল। এই প্রবঞ্চতি লোকটি জানে না যে, রমযানরে রোযা ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায আরাফার রোযা ও আশুরার রোযার চয়েে উত্তম ও মহান। অথচ এগুলোর মাধ্যমে কবরিা গুনাহ থকেে বরিত থাকার শর্তে পাপ মোচন হয়। তাই এক রমযান থকেে অপর রমযান, এক জুমা থকেে অপর জুমা ‘সগরিা গুনাহ’ মোচন করানোর মত শক্তি পায় না; যদি না এর সাথে কবরিা থকেে বরিত থাকা হয়। বরঞ্চ দুইটি বষিয় একযোগ হওয়ার পর সগরিা গুনাহ মাফ হয়।

তাহলে কভিাবে একদনিরে নফল রোযা বান্দা কর্তৃক পুনঃপুনঃ সম্পাদতি সকল কবরিা গুনাহকে তওবা ছাড়া মাফ করাবে? এটি অসম্ভব।

তবে ‘আরাফার রোযা ও আশুরার রোযা সারা বছররে পাপ মোচন করে’ এই সাধারণ অর্থ ধরলে এটি আশ্বাসমূলক দললিগুলোর অন্তর্ভুক্ত হতে কোন বাধা নইে; যে দললিগুলোর ক্ষত্রেে শর্ত পাওয়া ও প্রতবিন্ধকতা মুক্ত হওয়া প্রয়োজ্য। তখন পুনঃপুনঃ কবরিা গুনাহ-তে লপ্তি হওয়া গুনাহ মোচনরে ক্ষত্রেে প্রতবিন্ধক হবে। আর কবরিা গুনাহ-তে পুনঃপুনঃ লপ্তি না হলে তখন রোযা ও কবরিা গুনাহ-তে পুনঃপুনঃ লপ্তি না-হওয়া এ দুটো যৌথ সহযোগতিার ভত্তিতিে সকল গুনাহ মোচন করবে। যমেনভিাবে রমযানরে রোযা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং কবরিা গুনাহ হতে বরিত থাকা যৌথ সহযোগতিার ভত্তিতিে ছগরিা গুনাহগুলোকে মোচন করে। তবে আল্লাহ্ তাআলা যে বলছেনে, “তোমাদরেকে যা নষিধে করা হয়ছেে তার মধ্যে যা কবরিা গুনাহ তা থকেে বরিত থাকলে আমরা তোমাদরে ছোট পাপগুলো মার্জনা করে দবি।”[সূরা নসিা, আয়াত: ৩১] এর থকেে জানা যায় যে, কোন একটি বষিয়কে পাপ মোচনরে কারণ বানানো হলওে অন্য একটি কারণ এই কারণরে সাথে একত্রতি হয়ে পাপ মোচনে যৌথ সহযোগতিা করতে কোন বাধা নইে। আর দুইটি কারণ যৌথভাবে একটি কারণরে চয়েে পাপ মোচনরে শক্তি বশেি রাখে। ‘কারণ’ যত শক্তশিালী হবে পাপ মোচনরে ক্ষমতা তত অধকি হবে।”[আল-জাওয়াব আল-কাফি, পৃষ্ঠা-১৩ থকেে সমাপ্ত]

আব্দুল্লাহ বনি উমর (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে, “যে ব্যক্তি মদ পান করে চল্লশি দনি পর্যন্ত আল্লাহ্ তার নামায কবুল করনে না। সে তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবনে। সে যদি পুনরায় তা পান করে তবে আল্লাহ চল্লশি দনি পর্যন্ত তার নামায কবুল করবনে না। যদি তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবনে। আবার যদি সে তা পান করে তবে চল্লশি দনি পর্যন্ত তার নামায কবুল করবনে না। কন্তিু সে যদি তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবনে। চতুর্থবার পুনরায় সে যদি তা পান করে তবে চল্লশি দনি পর্যন্ত তার নামায কবুল করবনে না এবং তওবা করলওে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবনে না। পরন্তু তাকে ‘নহরে-খাবাল’ (জাহান্নামীদরে পূজরে নহর) থকেে পান করাবনে।”[সুনানে তরিমযিি (১৮৬২), আলবানি ‘সহহিুত তরিমযিি’ গ্রন্থে হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

মুবারকপুরী ‘তুহফাতুল আহওয়াযি’ গ্রন্থে বলনে:

বশিষেভাবে নামাযকে উল্লখে করা হয়ছে যহেতেু শারীরকি ইবাদতরে মধ্যে নামায সর্বোত্তম ইবাদত। অতএব, নামায যদি কবুল না হয় অন্য ইবাদত কবুল না হওয়া আরও অধকি যুক্তযিুক্ত।[তুহফাতুল আহওয়াযি (৫/৪৮৮) থকেে পরমিার্জতি ও সমাপ্ত]

একই ধরণরে কথা ইরাকি ও মুনাওয়াি বলছেনে।

অতএব, পুনঃপুনঃ মদ পান করতে থাকলে যদি ইবাদতগুলো কবুল না হয় তাহলে আশুরার রোযা কভিাবে কবুল হবে?! আর কভিাবে এক বছররে পাপ মোচন করব?!

আপনার কর্তব্য হচ্ছ- অবলিম্বে খালসে ও বশি্বস্ত তওবা করা এবং মদ পানরে মত জঘন্য যে কাজ করে আসছনে তা ছড়েে দয়ো এবং আপনি যে কসুররে মধ্যে আছনে সটোর ঘাটতি পূরণরে চষ্টো করা। বশেি বশেি নকেরি কাজ করা। আশা করি আল্লাহ্ আপনার তওবা কবুল করবনে, ইতপিূর্বে আপনি যে কসুর করছেনে ও আল্লাহ্র সীমা লঙ্ঘন করছেনে তা এড়য়িে যাবনে।

তনি:

এতক্ষণ আমরা যা উল্লখে করছে িএগুলো আরাফার দনি রোযা রাখা, আশুরার দনি রোযা রাখা কংিবা আপনার ইচ্ছানুযায়ী নামায, রোযা, সদকা ও কুরবানি ইত্যাদি অন্য যে কোন নফল আমল করার ক্ষত্রেে কোন বাধা নয়। কারণ মদ পান করা এ সকল ইবাদত পালনে প্রতবিন্ধকতা তরৈী করে না। কবরিা গুনাহ-তে লপ্তি হওয়ার অর্থ এই নয় যে, আপনি নজিকেে অন্য সকল নকেী ও ভাল কাজ থকেে দূরে রাখবনে; এতে তো অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকব।ে বরং আপনি অবলিম্বে তওবা করুন, মদ পান ছড়েে দনি, বশেি বশেি নকে কাজ করুন; এমনকি কখনও কুপ্রবৃত্তি যদি কোন গুনাহ করার ক্ষত্রেে আপনাকে

পরাভূত করে ফলে তবুও।

কনেনা আমল সঠকি হওয়া ও কবুল হওয়া এক জনিসি; আর এক বছর বা দুই বছররে গুনাহ মোচনরে বশিষে মর্যাদা লাভ করা অন্য জনিসি।

জাফর বনি ইউনুস বলনে:

একবার তনিি শামরে এক কাফলোর যাত্রী ছলিনে। আরব দস্যুরা কাফলোর উপর হামলা করে কাফলোকে পাকড়াও করল। দস্যুরা কাফলোকে দস্যুনতোর কাছে পশে করল। সে এক থলি বরে করল; এর ভতিরে চনিি ও বাদাম ছলি। দস্যুরা সবাই এগুলো খলে। কন্তিু দস্যুনতো কছিুই খলে না।

আমি বললাম: তুমি খলেে না কনে? সে বলল: আমি রোযাদার!

আমি বললাম: তুমি ডাকাতি কর, সম্পদ ছনিয়িে নাও, মানুষ হত্যা কর। আবার রোযাও থাক?!

সে বলল: শাইখ, আমি সংশোধনরে জন্য কছিু সুযোগ রাখছি!!

একটা সময় পর আমি তাকে ইহরাম অবস্থায় বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করতে দখেে বললাম: তুমি সইে লোক না?

সে বলল: সইে রোযা আমাকে এই পর্যায়ে নয়িে এসছে!![তারখিু দমিাশক্ (৬৬/৫২)]